ছাত্রদলের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করলেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা

ঢাবি প্রতিবেদক
০৩ এপ্রিল ২০২৪, ০৮:৫৯ পিএম

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনে সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আমাদের সময়

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্ররাজনীতি নিয়ে দ্বিমুখী অবস্থানের মধ্যে ক্যাম্পাসে ‘ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থানের’ দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল। আজ বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সংগঠনটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

ছাত্রদলের এমন বক্তব্যকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। আজ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনে সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন তারা।

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘অতি সম্প্রতি আমরা জানতে পারি যে, ৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বুয়েট ইস্যুতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অবস্থান স্পষ্টকরণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহাবস্থানের দাবিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। সংগঠনটি বলছে, “ছাত্রদল একটি গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠন হিসেবে সুস্থ ধারার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি চর্চায় বিশ্বাসী। ছাত্রদল বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ক্যাম্পাসে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে”।’

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে চলমান আন্দোলনের এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ছাত্রদলের এমন বক্তব্যকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করি এবং তাদের এই “রাজনৈতিকভাবে মদদপুষ্ট সংহতি”কে আমরা বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রত্যাখান করছি।’

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘২০২০-এর জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা লঙ্ঘন করে ছাত্রদল যখন বুয়েটে তাদের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করে তখনো আমাদের তৎকালীন অগ্রজ ব্যাচ “পৌনঃপুনিক ১৫” তাদের এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ভিসি ও ডিএসডব্লিউ স্যার বরাবর তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করে। আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা তখনো এর প্রতিবাদ জানাই এবং সামনেও আমরা ক্যাম্পাসে সকল ধরনের ছাত্ররাজনীতি প্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা অব্যাহত রাখব। পরবর্তীতে অন্য কোনো সংগঠনও যদি এমন বক্তব্য দিয়ে আমাদের আন্দোলনের দাবি এবং অবস্থানকে ঘোলাটে করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, তবে আমরা তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করব।’

যেকোনো ধরনের রাজনীতির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে বুয়েটে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘আমাদের অবস্থান কোনো একক ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে নয়, আমরা ছাত্ররাজনীতি-ই ক্যাম্পাসে প্রবেশের বিরুদ্ধে। অতএব এটি করতে চায় এমন যেকোনো সংগঠনের বিরুদ্ধেই আমাদের অবস্থান সমান এবং অনড়। আর উল্লেখ্য যে, হিজবুত তাহরীরের মতো নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠনের অস্তিত্বকেই আমরা সমর্থন করি না। সেখানে এরূপ নিষিদ্ধ সংগঠনের সমর্থন বা সহানুভূতি গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না।’

তারা বলেন, ‘বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্যাম্পাসে সব দলের ও মতের লেজুড়বৃত্তিক সাংগঠনিক রাজনীতি এবং মৌলবাদী দলের বিপক্ষে আছি, থাকব। আমাদের এই অবস্থান সকল দল ও মতের ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বুয়েটে বর্তমানে কোনো লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনৈতিক দলেরই কার্যক্রম নেই। পাশাপাশি আমরা নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দেশের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সোচ্চার ভূমিকার প্রতি সর্বদাই আস্থাশীল এবং সহযোগিতাপূর্ণ।’

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘যে ছাত্ররাজনীতিমুক্ত বুয়েট ক্যাম্পাস শতশত ছাত্রদের ভোগান্তি, আর্তনাদ অবশেষে সনি আপু, দ্বীপ ভাই এবং আবরার ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি, কোনো রাজনৈতিক অপতৎপরতায় আমরা সেই অর্জন হারাতে রাজি নই। তাই আমাদের বর্তমান আন্দোলনে হস্তক্ষেপ, অথবা আন্দোলনকে পুঁজি করে যেকোন স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা এবং একই সাথে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার যেকোনো সম্ভাব্য প্রচেষ্টাকে আমরা ধিক্কার জানাই।’